(আল্লাজিনা ইউমিনুনা বিল গায়েব)

জাহেরী ও বাতেনী ঈমানের পরিচয়

তফছিরে রেজভীয়া সুন্নীয়া

ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত জামানার মুজাদ্দেদ পীরে কামেল আল্লামা

শেরেগাজী আকবর আলী রেজভী

সুন্নী আল ক্বাদরী, রেজভীয়া দরবার শরীফ, নেত্রকোণা।

প্রকাশনায় ঃ ইমাম আহাম্মদ রেজা প্রকাশনী

নূরপুর মৌলভীবাড়ী, সদর, কুমিল্লা। ০১৭১৯২০২৮৯৪১

আসসালামু আলাইকুম

প্রিয় পাঠকগণ কিতাবখানা গভীর মনোযোগের সহিত বারে বারে পড়িবেন, ইহাতে আল্লাহ ও রাসূলে পাকের সঠিক পরিচয় পাইবেন। দিলের শান্তি ও ঈমান মজবুত হইবে। আমার জন্য দোয়া করিবেন যেন কোরআনে পাকের প্রতিটি আয়াতের দ্বারায় একটি করে তাফছির লিখিতে পারি। ইহাতে ৬৬৬৬ আয়াতে ৬৬৬৬ তফছির হইবে। নিয়ত অনুযায়ী যেন কাজ করিতে পারি। এক সঙ্গে ছাপাইলে খরচ বেশি হয়, আকারে খুব বড় হয়, গ্রহণ কারীগণ গ্রহণ করিতে কষ্ট হয়, তাই এক এক আয়ত করে লিখা ও ছাপা আরম্ভ করিলাম। আল্লাহ পাক যেন রাসুলে পাকের খাতিরে তৌফিক দান করেন। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আইলাহে ওয়াছাল্লামের গোলামগণের মধ্যে যেন আমাকেও সামিল করেন।

আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ
আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ্
আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়াল্লাহ্।

এই কিতাবখানা আমার অনুমতি ভিন্ন কেহ ছাপাইতে পারিবেন না।

মাওঃ আকবর আলী রেজভী
সুন্নী আল কাদেরী।

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। খালিকুচ্ছামাওয়াতি ওয়াল আরদিন। আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলা মানকানা নাবিয়াও ওয়া আদামু বাইনাল মায়ি ওয়াত্বিন। ছাইয়্যেদিনা মুহাম্মদিও ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মাবাদ- ফাউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রাযিম।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আল্লাজীনা ইউমিনুনা বিলগাইবি।

অর্থ যাহারা ঈমান আনিবে গাইয়েবের উপর। না দেখিয়া ঈমানের কথাটি প্রথমেই উল্লেখ হইবার কারণ এই যে ঈমান সমস্ত নেক কাজের আসল মূল শিকড়। যদি ঈমান কায়েম থাকিবে তবে নেক আমলে উপকার হইবে। ঈমান যদি নাই তবে নেক আমলের কোন উপকার হইবে না। এই জন্য ঈমানকে প্রথমে বয়ান করা হইয়াছে। এবং ঈমানের পর নামাজ, যাতাক ইত্যাদি। ঈমান ১টি স্লেট এবং নেক আমল তাহার উত্তম নক্সা। স্লেটে নক্সা তখনই করা যায় যখন স্লেটকে ধৌত করিয়া পরিস্কার করা হয়। ঈমান রহমতের পানি, যাহার দ্বারা ক্বাল্ব অর্থাৎ অন্তর পরিস্কার করা হয়। যখন ঈমানের দ্বারা অন্তর পরিস্কার করা হয় তখন নেক আমলের দ্বারা ইহাতে উত্তম নক্সা করা যাইতে পারে। তফছির (ইউমিনুনা) শব্দটি ঈমান হইতে আসিয়াছে। ঈমানুন শব্দের লুগাতী অর্থ (আমান দেয়না) অর্থ নিরাপদ দেওয়া। মোমিন যেহেতু উত্তম আক্বিদার দ্বারা নিজেকে সর্ব দায়ের আজাব হইতে মুক্ত করে। এই জন্য উত্তম আক্বিদার নাম ঈমান, মনে রাখিবেন যে কোরআনে কারিমে মুসলমানকে মোমিন বলা হইয়াছে। আল্লাহ পাককেও মোমিন বলা

হইয়াছে। কিন্তু মুসলমান মোমিন হওয়ার এই অর্থ যে, সে নিজে নিজেকে আজাব হইতে মুক্ত করিয়াছে এবং আল্লাহ পাক মোমিন হওয়ার এই অর্থ যে আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করিয়া ঈমানদারগণকে আজাব হইতে মুক্তি দিয়াছেন। ঈমান শব্দের ২য় অর্থ মজবুত করা এবং ভরসা করা। যেহেতু মোমিন নিজ আক্বিদা মজবুত করতঃ পূর্ণ ভরসা রাখে। এই জন্য তাহাকে মোমিন বলা হয় এবং কাফের সর্বদার হয়রান পেরেশান থাকে, সেই জন্য মোমিন বলার যোগ্য নয়। শরীয়তে ঈমানের অর্থ এই যে, যে কথাটি দৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা জানা যায় দ্বীনে মোহাম্মদীর মধ্যে গণ্য উহাকে দিলের দ্বারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। এবং জবানের দ্বারা প্রকাশ করা কিন্তু দিলের বিশ্বাসই আসল মূল ঈমান এবং জবানে প্রকাশ করা ইসলামী আদেশ জারী করার শর্ত। আসল ধর্ম নয়। যদি আক্বিদা ভাল থাকে কিন্তু আমল করেনা অথবা খারাপ আমল করে সে মোমিন। এই জন্য এই আয়াতে কারিমায় ঈমানের পর নামাজের কথা বলা হইয়াছে। যদি আমল ঈমানের অংশ হইত তবে ঈমানের পরে আমলের কথা বলা দরকার হইত না। কাজেই সরাব খোর, চোর, ডাকাত, জিনাকারী ও অন্যান্য পাপ কার্যে লিপ্ত লোকের যদি আক্বিদা ভাল তবে নিশ্চয়ই মোমিন। যদি নামাজী পরহেজগার ব্যক্তির আক্বিদা পরিবর্তন বা নষ্ট হইয়া যায় তবে সে কাফের। কোরআনে কারিমে আছে যে (ওয়াইন তয়াই-পাতানি মিনাল মুমিনীনা ইকতাতালু) অর্থ- যদি মুসলমানের দুই দলে পরস্পর ঝগড়া করে। দেখুন পরস্পরে ঝগড়া করা হারাম। কিন্তু ঝগড়াকারীদেরকে মোমিন বলা হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি সারাটি জীবন বন্দেগী করে কিন্তু শেষ বেলায় মরনের সময় তাহার আক্বিদা নষ্ট হইয়া যায় তবে সে বেঈমান কাফের। যেমন শয়তান এবং বয়আম ইব্নে বাউরার ঘটনা। এই ব্যাখ্যার দ্বারা

প্রমাণ হয় যে, বর্তমান যুগ নুতন নুতন দল বাহির হইয়াছে। যেমনঃ আকছার, কাদেয়ানী, বাহায়ী, জামাতে ইসলামী, নব তবলিগী, দেওবন্দী ইত্যাদি। যাহারা বলে ঈমান শুধু সৃষ্টির সেবাকেই বলে আক্বিদার কোন দরকার নাই। তাহারা মারাত্মক ভুল করিয়াছে। বন্ধুগণ ঈমান অর্থাৎ আক্বিদা মূল এবং আমল তাহার ফল। ফলতো তখনই হয় যখন মূল শিকড় থাকে (এহি হ্যাঁ আক্বীদা এহি দ্বীন ও ঈমান, কে কাম এক দুনিয়া মে ইনশান কি ইনশান) কোরআনে পাকে আছে যদি কেহ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার আওয়াজের উপর আওয়াজকে বড় করে তাহা হইলে আমল সমূহ বরবাদ হইয়া যায়। যদি ঈমান শুধু আমলকে বলা হইত তবে নবীজীর সহিত সাধারণ বেয়াদবীর দ্বারা আমল কেন বরবাদ হইত। আমার এই উদ্দেশ্য নয় যে আমলের দরকার নাই। নেক আমলের খুবই দরকার। যে ব্যক্তি আক্বিদা বিশুদ্ধ করার পর আমলকে দুরস্ত না করে তবে সে ফল শুন্য বৃক্ষের মত, বৃক্ষ রোপন করিয়া বৃক্ষের ফল খাইল না। ইসলাম এবং ঈমানের মধ্যে পার্থক্য ইসলাম শব্দের অর্থ মাথা সেজদায় রাখা অর্থাৎ বন্দেগী করা ইসলাম। জাহের অর্থাৎ প্রকাশের মধ্যে গণ্য, ঈমান বাতেনী জিনিষ। যদি কাহারও আক্বিদা ভাল না থাকে কিন্তু সে নিজেকে মোমিন বলিয়া প্রকাশ করে যেমন মুনাফিক তবে সে মোমিন ও মুসলমান নয়। তদ্রুপ যদি কোন ব্যক্তি শেষ সময় ঈমান আনে কিন্তু তাহার ঈমান প্রকাশ করার সময় পায় নাই তবে সে মোমিন, মুসলমান নয়। যাহার আকিদা ভাল সে মুত্তাকী। মনে রাখিবেন যে মানা ও চিনা ভিন্ন জিনিষ এবং ভালবাসা অন্য জিনিষ। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে চিনার নাম ঈমান নয়। (ভালবাসার সহিত মানার) নাম ঈমান। কোরআনে কারিমে আছে, (ইয়ারিফুনাহু কামা ইয়ারিফুনা আবনাউহুম) মক্কার

কাফেরগণ রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে জানিত, চিনিত তবুও কাফের হইয়াছে। এই জন্য যে তাহারা মানিত না। মান্য করা ৩ প্রকার ১নং শুধু ভয়ে মানা ২নং লোভের বশীভূত হইয়া মানা ৩নং দিলের মুহাব্বতে মানা। প্রথম দুইটি মানাকে ঈমান বলা যায় না। মোনাফেকেরা ভয়ে লোভে মানিত। মুহাব্বত অর্থাৎ ভালবাসার দ্বারা মানার নাম ঈমান। এই স্থানে বলা হইয়াছে গায়েব শব্দ বাতেনী গোপন জিনিষ। এস্তেলাহান গায়েব ঐ জিনিষকে বলা হয় যাহা জাহেরী ও বাতেনী জ্ঞান দ্বারা অনুভব করা যায় না। অর্থাৎ চক্ষু, নাক, কান দ্বারা অনুভব করা যায় না। এবং গৌর ফিকির ব্যতিত জ্ঞানে আসে না। গায়েব ২ প্রকার ১নং গায়েব যাহার কোন দলিল নাই। যেমন, মৌতের সময় কিয়ামতের তারিখ, পেটের সন্তান ছেলে না মেয়ে, জিন্দা না মোরদা, ভাল না মন্দ ইহার কোন দলিল নাই। এই গায়েবের নাম- (মাফাতিহুল্ গায়েব) উহাকে কোরআনে কারিমে বলা হইয়াছে– (ইনদাহু মাফাতিহুল গায়েব) অর্থাৎ গায়েবের চাবি আল্লাহর নিকট। ঐ গায়েব কেহই নিজে নিজে জানিতে পারে না। যাহাকে আল্লাহ পাক জানায়, সেই কেবল জানিতে পারে। যেমন- নবীগণ এবং খালেছ অলীগণ জানিতে পারেন। ২নং গায়েব যাহারা দলিল আছে দলিল দ্বারা জানা যায়। যেমন- আল্লাহর জাত ও ছিফাত, নবীগণের নওবুয়ত এবং তাহার আহকাম ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহা ঐ গায়েব যাহা গৌর ফিকিরের দ্বারা জানা যায় আল্লাহকে আমরা দেখি নাই কিন্তু দুনিয়ার প্রতিটি ছোট বড় জিনিসের দ্বারা আল্লাহর পরিচয় পাওয়া যায়। এই স্থানে গায়েবের দ্বারা ইহাই বুঝায়। এখন ঐ আয়াতে কারিমার অর্থ এই হইল যে মুত্তাকী ঐ লোককে বলে যে ব্যক্তি ঐ গায়েবের উপর ঈমান রাখে যাহা দলিলের দ্বারা জানা যায়। আল্লাহর জাত ও

ছিপাত, নবীগণের নওবুয়ত, কিয়ামত, হিসাব- কিতাব সাজা, বেহেস্তে-দোযখ এই সমস্ত গায়েবের মধ্যে সামিল রহিয়াছে। যে ঐ সমস্ত গায়েব হইতে ১টি অস্বীকার করিবে সে কাফের হইবে। তফসিরে রুহুল বয়ানে আছে গায়েব ২ প্রকার ১নং যাহা তোমার থেকে গায়েব যেমন আলমে আরওয়াহ্ রুহের জগত যাহাতে পূর্বে তোমরা ছিলা এখন এই স্থানে আসিয়াছ তাই তাহা তোমার হইতে গায়েব হইয়াছে। ২নং গায়েব যাহা হইতে তুমি গায়েব হইয়াছ। অর্থাৎ সে তোমার নিকটে এবং তুমি তাহা ইহতে দূরে। যেমন আল্লাহ পাক। আল্লাহ আমাদের সাহারগের চাইতে অধিক নিকটে কিন্তু আমরা আল্লাহ হইতে দূরে। (ঈয়ার নজদীক নওয়াজ মান বি মান আছত- দীনে আজীব নারাহু জুনে দুরাম।) এই আয়াতের ৩টি অর্থ ১নং এই যে, ঐ গায়েবের প্রতি ঈমান আনিতে হইবে। অর্থাৎ আল্লাহকে এবং বেহেস্ত-দোযখ ইত্যাদি না দেখিয়া মানিতে হইবে। ২নং এই যে ঐ গায়েব যাহা দিলের দ্বারা বিশ্বাস করিতে হইবে। জবান জাহেরী এবং দিল বাতেনী। জবান দ্বারা মুনাফিকরাও তো মানিত, বিশ্বাস করিয়াছিল কিন্তু গ্রহণ হয় নাই। কেননা গায়েব অর্থাৎ দিলের দ্বারা বিশ্বাস ছিলনা, ৩নং গায়েব এই যে মুসলমানের অপরিক্ষে বিশ্বাস করিতে হইবে। মুনাফিকেরা মুসলমানের সম্মুখে বলিত যে আমরা ঈমান আনিয়াছি কিন্তু তাহাদের দলের মধ্যে যাইয়া অর্থাৎ কাফেরদের মধ্যে যাইয়া বলিত (ইন্না মাআকুম) অর্থ- নিশ্চইয় আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি। ইহাতে বলা হইয়াছে যে মোমিন সর্বাবস্থায় প্রকাশ্যে ও গোপনে বিশ্বাস করিতে হইবে। (উপকারীতা) ইহার দ্বারা জানা যায় যে বাতেনী জিনিষের প্রতি ঈমান গ্রহণীয়। জাহেরী বিশ্বাসের নাম ঈমান নয়। কোরআনে পাকে জাহেরী অক্ষরগুলিকে মানিয়া লওয়াযে ইহা একটি কিতাব আরবী

ভাষায় ছাপানো, ঢাকা প্রেসে ছাপানো, অমুক কাগজে ছাপানো হইয়াছে উহা ঈমান নয়, কেননা এই কথাগুলি একেবারেই জাহের বরং কোরআনে পাকের বাতেনী গুণের প্রতি ঈমান আনা কর্তব্য। উহা এই যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসিয়াছে। জিব্রাইল আমিন আলাইহিচ্ছালাম আনিয়াছে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহিচ্ছালামের প্রতি নাজিল হইয়াছে। এই গুণগুলি জাহেরী অবস্থায় অনুভব করা যায় না তদ্রুপ হুজুর আলাইহিচ্ছালামের জাহেরী গুণাবলী মানিয়া লওয়ার নাম ঈমান নয়। যে রাছুল আমাদের মত সাধারণ মানুষ ছিল। মক্কা শরীফে জন্ম হইয়াছিলেন। মদিনা শরীফে আরাম করিতেছেন। খাইতেন, পান করিতেন, ছাইয়েদেনা আবদুল্লাহর সন্তান ছিলেন। আমেনা খাতুনের চক্ষুর পুতুলী কলিজার টুকরা ছিলেন। কেননা ইহা জাহেরী গুণ ছিল উহাকে কাফেররাও মানিত। বরং হুজুর আলাইহিচ্ছালামের বাতেনী গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস করার নাম ঈমান। অর্থাৎ তিনি আল্লাহর রাছুল আল্লাহর অতি প্রিয় আরশ অর্থাৎ সিংহাসনের মালিক। গোনাগারের সুপারিশকারী। সৃষ্টির রহমত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম। এই গুণাবলী জাহেরী অবস্থায় অনুভব করা যায় না, এই জন্য রাছুলে পাককে মানাই ঈমান বিলগায়েব হইয়াছে। ওহাবী এবং দেওবন্দীগণ হুজুর আলাইহিচ্ছালাম মানুষ হওয়ার পিছনে যাওয়া একমাত্র বেদ্বীনী ভিন্ন আর কিছুই নয়। তিনিকে আমাদের মত মানুষ মানা ঈমান নয়। বরং তিনিকে মুস্তফা মানা, রহমতে আলম মানা ঈমান। এই জন্য কলেমা শরীফে পড়া হয় মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ, (মুহাম্মদুন বাসারন) বলা হয় নাই। অর্থাৎ মুহাম্মদ আলাইহিচ্ছালাম আমাদের মত মানুষ এই কথা কলেমায় নাই। বরং হক এই যে আল্লাহকে শুধু সৃষ্টির শ্রষ্টা মানা ঈমান নয়। কেননা আল্লাহ শ্রষ্টা হওয়া লালন পালনকারী হওয়া

জাহেরী, বরং আল্লাহকে (রাব্বেহাম্মাদু রাছুলুল্লাহ মানা ঈমান) এই জন্য আল্লাহ পাক বলিয়াছেন (কুলহুআল্লাহু আহাদ) যাহার দ্বারা জানা গেল যে মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের দ্বারা যে তৌহিদী আসিয়াছে উহা মানা ঈমান। আরও বলা হইয়াছে যে, (ওয়া ইজা আখাজা রাব্বাকা মিন বাণী আদামা মিন জহুরিহিম) যাহার দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ পাক মিছাকের দিন সমস্ত আওলাদে আদমকে নিজের পরিচয় এমনিভাবে করাইয়াছেন যে, আমি রব মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহর এই সমস্ত বিষয় (ঈমান বিল গায়েব)-এর মধ্যে সামিল আল্লাহ পাক তাহার সৃষ্টির মধ্যে গায়েব বাতেন রহিয়াছেন। আমাদের শরীর জাহের কাল্ব রুহু গায়েব বাতেন বৃক্ষ এবং তাহার ফলফুল জাহের। মূল এবং বৃক্ষের মধ্যে রস যাহা শুকাইয়া গেলে বৃক্ষ শুকাইয়া যায় উহা গায়েব বাতেন। তদ্রুপ ঈমানের জন্য গায়েব বাতেন আছে। ইবলিছ আদম আলাইহিচ্ছালামের জাহেরী জিনিষ দেখিয়াছিল অর্থাৎ আদম আলাইহিচ্ছালামের শরীর এবং শরীরের ঘটনা-গাটন দেখিয়াছিল। কিন্তু বাতেনী গুণাবলী খেলাফতে এলাহিয়া দেখে নাই। এই জন্য এই স্থানে বলা হইয়াছে– (ইউমিনুনা বিল গায়েব)। কোরআনের জাহেরী শব্দগুলি জাহের। কিন্তু কালামে এলাহি হওয়া বাতেন। যখন যাহারা হুজুর আলাইহিচ্ছালামকে শুধু মানুষ অথবা হযরত আবদুল্লাহর সন্তান অথবা আরবী হাশেমী মানিয়া লয় তবে সে মোমিন হইবে না। এই জাহেরী গুণাবলী আবু জাহেলও জানিত মানিত। হুজুরকে নবী, রাছুল, শাফি, খাতেমুল আম্বিয়া মানা ঈমান। এই সমস্ত হুজুরের বাতেনী গুণাবলী। প্রশ্ন গায়েব বাতেন জিনিষের উপর ঈমান আনা কেন দরকার হইল। উত্তর ঃ– এই যে, ঈমানের হাকিক্বত আল্লাহ, রাছুলে পাকের উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও ভরসা রাখা। জিনিষ দেখিয়া ও শুনিয়া সকলেই মানিতে বাধ্য হয়। কিন্তু যে

জিনিষ অতি গোপনে থাকে মানবিক জ্ঞানে না আসে উহাকে শুধু এই জন্যে মানা যে উহা রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াচ্ছাল্লাম বলিয়াছেন। ইহাই দলিল যে তাহার দিলের মধ্যে গোলামী আছে মরন সময় মালেকুল মৌতকে দেখিয়া অথবা কেয়ামতের সময় পশ্চিম আকাশে সূর্য উদয় হওয়া দেখিয়া ঈমান আনিলে কখনও কবুল হইবে না অর্থাৎ গ্রহণ হইবে না। কেননা যে নবীগণের খবরের উপর বিশ্বাস করিল না বরং তাহার চক্ষের দেখার উপর বিশ্বাস করিল। শুনিয়া বিশ্বাস করিল না চক্ষে দেখিয়া বিশ্বাস করিল। সত্য বলেন তবে ঈমানের শান এই যে রাছুলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের খবরের উপর নিজের অনুভব শক্তির চাইতে বেশী বিশ্বাস রাখিতে হইবে। যদি আমরা চক্ষের দ্বারা দেখি যে এই সময় দিন, অথচ নবী করিম সাল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন যে না এই সময় রাত্রি। তবে আমাদের চক্ষু মিথ্যা এবং নবী করিম সাল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সত্য। কেননা আমাদের চক্ষু হাজার হাজার বার ভুল করে। কিন্তু রাছুলে পাকের চক্ষু কখনও ভুল হইতে পারেনা। শায়ের কি সুন্দর বলেছেন–

(আগার শাও রোজ আগার য়াদ সব আছতই-
ববায়দ গোফ্‌ত ই'নক মাহ্ ও পরদীন)।

যদি রাছুলে পাক বলেন দিনকে রাত্রি তবে আমাদের জন্য ফরজ হইয়া যাইবে দিনকে রাত্রি বলা। ২য় প্রশ্ন এই উল্লেখিত আয়াতের দ্বারা বুঝায় যে ছাহাবায়ে কেরামের ঈমান দুরস্ত নয় কেননা নবী করিম সাল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে দেখিয়া ঈমান আনিয়াছেন অথচ এলমে গায়েবের দরকার। উত্তর ছাহাবায়ে কেরাম নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের জাহেরী শরীর মুবারক দেখিয়াছেন, জিয়ারত করিয়াছেন কিন্তু উহার উপর ঈমান নাই। ঈমানতো তিনির নবুওয়ত এবং বাতেনী গুণাবলীর উপর এবং এই জিনিষ ছাহাবিগণের নিকট

হইতে গোপন ছিল। মুজেজাত দেখায় নবুওয়ত অনুভব হয় না যেমন সৃষ্টি দেখায় শ্রষ্টা অনুভব হয় না। তৃতীয় প্রশ্ন তবে দরকার হইবে যে নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে মোমিন না বলা, এই জন্য যে, নবী করিমের জন্য কোন জিনিষ গায়েব অর্থাৎ গোপন নাই। কেননা আল্লাহ পাককেও তিনি দেখিয়াছেন, ফেরেস্তাগণকেও দেখিয়াছেন। কোরআন নাজিল হইতে দেখিয়াছেন। বেহেস্ত-দোযখ ভ্রমণ করিয়াছেন। নবুওয়াত তিনির নিজেরই গুণ। যখন তিনির জন্য ইহার মধ্যে কোন জিনিষ গায়েব রহিলনা তবে তিনির ঈমানের কি উপায়?

উত্তর ঃ এই সমস্ত কথাবার্তা মোমিনের জন্য রাছুল পাক তো আইনে ঈমান, রাছুলে পাককে মানা ও চিনার নামই ঈমান। সকলেই মোমিন তিনি ঈমান, সকলেই আরেফ তিনি এরফান, সকলেই ছাদেক তিনি সিদ্ধ, সকলেই আলেম তিনি এলম। সকলেই কাছের তিনি মনযিলে মুকছুদ। সকলেই তালেব তিনি মাত্লুব। তিনি সকলের শেষ। তিনিকে তোমার নিজের উপর কেন কেয়াছ অর্থাৎ ধারণা কর? তিনিকে এমনি ভাবে মোমিন বলা হয়। যেমন আল্লাহকেও মোমিন বলা হয়। শুনেন মোমিন শব্দ এক কিন্তু অর্থের মধ্যে বহু পার্থক্য। ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াহাল্লাম তফছিরে কবির এবং তফছিরে আজিজি ইত্যাদিতে মছনাদ ঈমানে আহমদ ইবনে হাম্বাল রেওয়াত নকল করিয়াছেন যে হারেছ ইবনে কায়েদ ছাইয়েদেনা আবদুল্লাহ এবং মাছউদ রাদিয়াল্লাহুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমার আফছোছ এবং অনুতাপ এই যে তুমি রাছুলে পাকের দীদার পাইয়াছ এবং আমি দীদার হইতে বঞ্চিত। ছাইয়েদেনা ইবনে মাছউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিলেন যে নবুয়তে মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম সকলের উপরই জাহের। কিন্তু হে হারেছ তোমার ঈমান বড় কামেল

কেননা আমরা উনাকে দেখিয়া ঈমান আনিয়াছি এবং তুমি না দেখিয়া এবং ঐ আয়াত পড়িলেন (ইউমিনুনা বিল গায়েব) তফছিরে আজিজির মধ্যে আবু দাউদ ও তায়াচ্ছি হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি ছাইয়েদেনা আবদুল্লাহ ইবনে উমরের নিকট হাজির হইল এবং আরজ করিল যে কি? আপনি মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে নিজ চক্ষে দেখিয়াছেন। তিনি বলিলেন হ্যাঁ আবার ঐ ব্যক্তি আরজ করিলেন কি? এই জবানে রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের সহিত কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিলেন হ্যাঁ আবার ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন যে কি? আপনি এই হাতের দ্বারায় রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের নিকট বয়াতও করিয়াছেন তিনি বলিলেন হ্যাঁ তখন ঐ ব্যক্তির (ওয়াজেদ) হাল জারি হইয়া গেল অর্থাৎ বেহুসী অবস্থায় বলিতে লাগিল যে, আপনি কতই ভাগ্যবান হইয়াছেন। তখন ছাইয়েদেনা আবদুল্লাহ তাহার এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন যে, আমি তোমাকে একটি হাদিস শুনাইব– যাহা রাছুলে পাকের পবিত্র জবানে শুনিয়াছি যে তিনি বলিয়াছেন। ধন্যবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে আমাকে দেখিয়াছে এবং বড়ই ধন্যবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে আমাকে না দেখিয়া ঈমান আনিয়াছে। ৪র্থ প্রশ্ন বর্ণিত আছে যে কতেক অলিউল্লাহ এবং ছাহাবায়ে কেরামের উপর সমস্ত গায়েব জাহের হইয়াছে যথা– হযরত জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হুজুরে পাকের নিকট বলিলেন যে বেহেস্ত এবং দোজখের সমস্ত তারকাগুলি আমার সামনে হাজির। হযরত গাউছে পাক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন যে আমি আল্লাহর সমস্ত শহরগুলি এমনিভাবে দেখি যেমন কয়েকটি সরিসার দানা। ইহাতে বুঝা যায় তাহাদের জন্য গায়েব রহিল না কাজেই গায়েবের উপর ঈমান আনা হয় নাই। কেননা যখন কোন জিনিষ তাহাদের

জন্য গায়েবই রহিল না তবে গায়েবের উপর ঈমান কি করিয়া হইবে?

উত্তর ঃ দেখিয়া ঈমান আনা এক কথা এবং না দেখিয়া ঈমান আনা ভিন্ন কথা। তাহারা গায়েবী জিনিষ না দেখিয়া ঈমান আনিয়া মোমিন হইয়াছে তারপর ঈমানের নূরের দ্বারা এনকেশাফ অর্থাৎ গায়েব প্রকাশ হইয়াছে দেখিয়া ঈমান আনা শরিয়তে গ্রাহ্য নয়। এই জন্য তাহাদের (ঈমান গায়েব) উচ্চ শ্রেণির ছিল। ইহার প্রমাণ হযরত ইব্রাহীম আলাইহিচ্ছালামের ঘটনায় পাওয়া যায়। একদা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিচ্ছালাম আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করিলেন যে, হে আল্লাহ আমাকে দেখাও তুমি কেমন করিয়া মৃতকে জিন্দা করিবে। উত্তর আসিল (আওয়ালাম্ তুমিন) অর্থ– তুমি কি ইহাতে ঈমান আন নাই? ইব্রাহীম আলাইহিচ্ছালাম বলিলেন হ্যাঁ ঈমান আনিয়াছি কিন্তু দিলের শান্তিও (হক্কুল ইয়াকিন) চাই। দেখুন ঈমান পূর্বেই হাসিল হইয়াছিল পরে এন্‌কেশাফ অর্থাৎ প্রকাশ হইয়াছে। এই আয়াতের দ্বারা ইহাই প্রমাণ যে এল্‌মে গায়েব ব্যতীত ঈমান হাসিল হয় না। হইতেও পারে না কেননা ঈমান একিনের নাম। একিন এল্‌মের শেষ দরজা। যদি কাহারও বাতেনী এল্‌ম না থাকিবে তবে একিন হাসিল হইবে না। আমরা কিয়ামত বেহেস্ত-দোযখ আল্লাহর জাত ও ছিফাত জচানি তাইত ঈমান আনিয়াছি এবং এই সমস্ত গায়েব অর্থাৎ- বাতেনী জানাই এলমে গায়েব। তফছিরে কবিরে ঐ জায়গায় লেখা আছে যে সমস্ত মুসলমান বলিতে পারে যে আমি গায়েব জানি। কিন্তু এল্‌মে গায়েবের একটি প্রণালী ১নং শুনিয়া জানা ২নং দেখিয়া জানা। শুনিয়া জানাকে এল্‌মে গায়েব বলে যেমন আমাদের জন্য কিয়ামত, বেহেস্ত-দোযখ ইত্যাদি গোপন জিনিষের এল্‌ম নবী আলাইহিচ্ছালামের বলাতে জানিয়াছি। এবং দেখিয়া জানাকেও এল্‌মে গায়েব বলে। যথা নবীগণ ও অলিউল্লাহগণের এল্‌ম। এই জন্য ছুফিয়ানে কেরাম এই আয়াতের অর্থ করিয়াছেন যে মুত্তাকী ঐ ব্যক্তি যে ঈমান আনিয়াছে

এ বাতেনী নূরের দ্বারা যাহা আল্লাহর পক্ষ হইতে পায়। তাহার প্রমাণ এই হাদিসের দ্বারা হয়। যে মোমিন নূরে এলাহির দ্বারা দেখিয়া থাকে। তফছিরে রুহুল বয়ান ঐ স্থানে আছে যে, কতেক কারণে ঈমান আমলের আগে বলা হইয়াছে। প্রথম কারণ এই যে, ঈমান আমলের মূল। তাই সর্ব প্রথম বলা হইয়াছে ২য় কারণ এই যে, ঈমান কাল্ব অর্থাৎ দিলের কাজ। দিল বাদশা এবং শরীর তাহার প্রজা এই জন্য দিলের কাজ শরীরের কাজের চাইতে উত্তম। তৃতীয় কারণ এই যে ঈমান সমস্ত পয়গাম্বরগণের ধর্মের মধ্যে এক রকম। এবং আমলের মধ্যে প্রভেদ হইয়াছে।

সর্বদায়ের জিনিষটি পরিবর্তনীয় জিনিষ হইতে উত্তম। ৪র্থ কারণ এই যে, ঈমান আনা ইসলামের মধ্যে প্রথম হইতেই ফরজ ইহয়াছে। নামাজ, যাকাত ইত্যাদি পরে ফরজ হইয়াছে নামাজ মেরাজের রাত্রে ফরজ হইয়াছে। ঈমানের পরে আমল ফরজ হইয়াছে। ৫ম কারণ এই যে, আমল মৌতের সময় শেষ হইয়া যায়। কিন্তু ঈমান কবর, হাসর, ফুল্‌ছেরাত, মিযান সর্ব স্থানে সঙ্গে থাকে। ৬নং কারণ এই যে, ঈমান আনা সকলেরই উপর ফরজ কিন্তু আমল সকলের উপর ফরজ নয়। কাফেরের জন্য ঈমান আনা ফরজ। নাবালেগ ছেলে মেয়ে এবং পাগল মা বাপের অধিনে থাকিয়া মোমিন। ঈমান সকল মোমিনের উপর সর্ব অবস্থায় ফরজ। কিন্তু নামাজ যাকাত ইত্যাদি কোন এবাদত কাফেরের নাবালেগ বাচ্ছা এবং পাগলের জন্য ফরজ নয়। তদ্রুপ নামাজ, রোজা হায়েজ এবং নেফাছ ওয়ালীর জন্য ফরজ নয়। যাকাত এবং হজ্জ গরীবের জন্য ফরজ নয়। এই সমস্ত কারণে ঈমানকে প্রথমেই বয়ান করা হইয়াছে। তারপর নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। (নোট করুন) ঈমান নবী হইতে পাওয়া যায় ঈমানের পর কোরআন শরীফ দিলে স্থান পায়। এই জন্যই কাফেরকে কলেমা পড়াইয়া ঈমানদার বানান হয়। তারপর কোনআন শরীফ পড়ানো হয়।

(ওহ্ জিছ কো মালে ঈমান মিলা ঈমান তু কিয়া রহমান মিলা–
কোরআন বিহিজব হী হ্যাঁ আয়া জব হল ণে ওহ নূর হু নূর মিলা)
নবীকে যে পাইয়াছে ঈমান পাইয়াছে। ঈমানে কি আল্লাহ পাইয়াছে কোরআন তখনই অন্তরে স্থান পাইয়াছে যখন নুরে খোদা রাছুলুল্লাহ পাইয়াছে। আমরা কোরআনের পরিচয় রাছুলুল্লাহ থেকে পাইয়াছি। কোরআনের দ্বারায় রাছুলের পরিচয় পাই নাই বরং হুজুরে পাকের পরিচয় তাহার মুজেজাতের দ্বারাই হইয়াছে। এখন এই কথা বলা যাইতে পারে যে, কোরআনে কারিম মুজেজা হওয়ার কারণে নবীর পরিচয় করায়। এবং নবী আলাইহিচ্ছালামের হেদায়াত কোরআনে নির্ভর নয়। তিনিত আল্লাহর পক্ষ হইতে হেদায়ত পাইয়া আসিয়াছেন। হযরত ঈছা আলাইহিচ্ছালাম জন্ম হইয়াই তাহার কওমের নিকট বলিয়াছেন আমি আল্লাহর বান্দা আমাকে আল্লাহ পাক কিতাব দিয়াছেন। আমাকে নবী বানাইয়াছে আমাকে বরকত ওয়ালা বানায়াইছেন। আমাকে নামাজ রোজার আদেশ দিয়াছেন। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম প্রথম হইতেই আদেল, আমিন, আবিদ, খালিক ছিলেন। কোরআনের হুকুমত জারী হইবার বরং কোরআন নাজিল হইবার পূর্বে তিনি নবী ছিলেন। বিচক্ষণ আলেমগণে বলেন যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম সমস্ত সৃষ্টির বাতেনী পিতা কেননা সব কিছু তিনির নূরে সৃষ্টি হইয়াছে। এই জন্য তিনির নাম (আবুল আরওয়াহ্) অর্থ- রুহু সকলের পিতা আদম আলাইহিচ্ছালাম যদিও ছোরত হিসাবে রাছুলে পাকের পিতা কিন্তু হাকিকতে বাতেনী অবস্থায় আদম আলাইহিচ্ছালাম ও রাছুলে পাকের সন্তান (উম্মুল বাসার) অর্থ– মানবের মা হযরত হাওয়া আলাইহিচ্ছালাম। রাসূলে পাকেরই সন্তান আদম আলাইহিচ্ছালামের ওরশ। আদম আলাইহিচ্ছালাম যখন রাছুলে পাককে স্মরণ করিতেন তখন বলিতেন–
(ইয়া ইব্নে ছুরতান ওয়া আবাই মা, নান) অর্থ– হে জাহেরে আমার ছেলে কিন্তু বাতেনে আমার পিতা, আদম আলাইহিচ্ছালাম রাছুলে

পাকের প্রথম খলিফা রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের মাজার শরীফে ৭০ হাজার ফেরেস্তা সর্বদায় হাজির থাকিয়া দরূদ ও ছালাম পাঠ করে ৭০ হাজার ফেরেস্তা ভোরে আসে আছর পর্যন্ত থাকে। আছরের সময় এই ৭০ হাজার বদল হইয়া যায়। আরও ৭০ হাজার আসে ফজর পর্যন্ত থাকে। যে একবার আসে দ্বিতীয়বার আসেনা ফেরেস্তাগণের এই যিয়ারতে সম্মান বৃদ্ধি হয়। যদি পরিবর্তন না হইত তবে কোটি কোটি ফেরেস্তা যিয়ারৎ হইতে বঞ্চিত থাকিত। রাসুলে পাকের রওযা শরিফের গিলাফ্ সবুজ রঙ্গের এবং ক্বাবা শরীফের গিলাফ্ কাল রঙ্গের। রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন যে হাসরের দিন সমস্ত সৃষ্টি আমার শাফায়াতের মোখাপেক্ষি থাকিবে। এমন কি হযরত ইব্রাহীম আলাইহিছালাম। বেহেস্ত সপ্তম আকাশের উপরে বেহেস্তের ছাদের উপরে আরশে মুআল্লাহ অবস্থিত। অলিগণের দরবারই রাসূলে খোদার দরবার। অলিগণ রাসুলে খোদার নায়েব ও খলিফা। রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়ছাল্লাম যখন থুতু মুবারক ফেলিতেন তখন ছাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম হুড়া হুড়ি করিতেন যে কার হাতে নিবেন মুখে ও শরীরে মালিশ করিতেন। রাসুলে খোদা যখন অজু করিতেন তখন ছাহাবাগণ ভীড় করিতেন যে হাতে নিয়া মুখে ও শরীরে মালিশ করিতেন। রাসুলে খোদার চুলকে তুচ্ছের সহিত চুল বলিলে কাফের হইবে। চুল মুবারক বলিতে হইবে। তদ্রুপ পায়খানা মুবারক বলিতে হইবে। নচেৎ মূলধন ঈমান বরবাদ হইয়া যাইবে। রাসূলে পাকের পেসাব মুবারক উম্মে আয়মান রাদিয়াল্লাহু আনহু পান করিয়া ছিলেন। পছিনা মুবারক বলিতে হইবে। জুতা মুবারক বলিতে হইবে। হাত মুবারক, পা মুবারক, কান ও চক্ষু মুবারক ফল কথা সর্ব বিষয় সম্মান করিতে হইবে নচেৎ মূল সম্পদ ঈমান বরবাদ হইয়া যাইবে। পিতা মাতা সন্তানাদি ধন-সম্পদ যাবতীয় এমন কি জানের চাইতেও বেশী ভালবাসিতে হইবে।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আছরের নামাজ ক্বাজা করিয়াছিলেন রাসূলে পাকের মহাব্বতে। নামাজে যদি রাসুলে পাক রাজি তবে ইহাই বন্দেগী এবং নামাজে যদি রাসুলে পাক নারাজ তবে ইহাই গুনাহের কাজ।

রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম সন্তুষ্ট তবে আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নারাজ তবে আল্লাহও নারাজ। উভয় কাল বরবাদ। ঈছা আলাইহিচ্ছালামের গাদা বেহেস্তী হইবে। ঈছা আলাইহিচ্ছালামকে ভাল ভাসিয়া ১টি উটনি বেহেস্তী হইবে। আছহাবে কাহাফ্ কে ভাল বাসিয়া ১টি কুকুর বেহেস্তী হইবে। হযরত ছালেহ আলাইহেচ্ছামকে ভাল বাসিয়া ১টি বিড়াল বেহেস্তী। হযরত আবু হুরেরা রাদিয়াল্লাহুকে ভাল বাসিয়া শুধু ভাল বাসার কারণে উহুদ পাহাড় বেহেস্তী হইবে। রাসুলে খোদাকে ভালবাসিয়া হযরত আবুবকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু জ্ঞান বিষর্জন দিয়াছিলেন সর্পের ধংসনে রাসূলে পাকের ভাল বাসা। হযরত ওয়াইছকরনী রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩২টি দাঁত সহিদ করিয়াছিলেন। রাসুলে খোদার ভাল ভাসায় হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু জীবন কোরবানী করিয়া ছিলেন রাসুলে পাকের ভাল বাসায়। হে আমার ভক্তগণ ও মুলমান ভাই বোনেরা রাসূলে পাকের ভাল বাসার অভাবে দোজখে যাইতে হইবে। অন্তর দিয়া রাসুলে পাককে ভাল বাসিও। শুধু মুখের প্রসংশা মৌখিক ভালবাসা কাফেরদেরও ছিল। বর্তমানেও আছে এবং থাকিবে অজুর সহিত বেশি বেশী দুরুদ শরীফ পড়িও। যখনই রাসূলে পাককে স্মরণ করিবে ও কথা বার্তা বলিবে তখন তাঁহার প্রশংসা করিও হাজির-নাজির জানিও। বায়াত অর্থাৎ শপথকে রক্ষা করিও। গুণাহের কাজ করিও না।

জাহের বাতেন পরিস্কার রাখিও। নামাজ রোজা উপযুক্ত হইলে হজ্ব যাকাত আদায় করিও। এই বলিয়া এই বারের মতো বিদায় হইলাম। আচ্ছালামু আলাইকুম। মাওঃ রেজভী সুন্নী আল-ক্বাদেরী রেজভীয়া দরবার শরীফ, সাং- সতশীর, পোঃ রেজভীয়া এতিমখানা, জিলাঃ নেত্রকোণা।

গান

মানুষেরী রূপ ধরে এক নবী এলেন ভবেতে
কুল্লে আলম লুইটা পড়ে যাহার চরণ তলেতে
ইয়া রাসুলাল্লাহ (৩) ইয়া হাবিবাল্লাহ–ঐ
আউয়াল আখের জাহের বাতেন তান্ সমান আর কেহ নাই
যার কদম পাকের ধুলা পেয়ে আরশ ধন্য হল ভাই
নিজে খোদা মজনু হয়ে দুস্তী করলেন যার সাতে
নামে দিলেন নাম মিশাইয়া দেখনা চেয়ে কলমাতে–ঐ
না হয়ে ফেরেস্তা খোদার মানব কুলে আসিয়া
হইয়াছি নবীজির উম্মত তার তরে লাখ শুকরিয়া,
চাইনা আমি রাজ্য সুখ অলি আউলিয়া হতে
পাগল হয়ে যাব আমি দয়াল নবীর সাথেতে–ঐ
মক্কা মদিনাবাসী তারা কত ভাগ্যবান
নবীজির রূপ দেখিয়া কাফের হইল মুসলমান
আবু জাহেল কুপপারেরা দেখলো আমার নবীকে
উম্মৎ হইয়া দেখলাম না তাই দুঃখ রইল দিলেতে–ঐ
নবী আমার পরশ মণি নবী আমার জানের যান
নবীজির দর্শন বিনে বাছেনা দাসের প্রাণ
তাই অহ-রহ দিবা নিশি ভাবনা মোর মনেতে
পাক রওযায় যাব আমি নবীর কদম চুমিতে–ঐ

ঃ সমাপ্ত ঃ

প্রথম সংস্করণ ঃ ২২শে ডিসেম্বর ১৯৮২ইং
২য় সংস্করণ ঃ ২২শে ফেব্রুয়ারী ২০০০ইং
৩য় সংস্করণ ঃ ২২শে ফেব্রুয়ারী ২০১৩ইং

২য় প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ বদরুল আমিন রেজভী
রেজভীয়া দরকার শরীফ, নেত্রকোণা।

প্রকাশনায় ঃ ইমাম আহাম্মদ রেজা রহমাতুল্লাহি আলাইহে প্রকাশনী
নূরপুর মৌলভীবাড়ী, সদর, কুমিল্লা। ০১৭১২-০২৮৯৪১

কম্পিউটার কম্পোজ ও ডিজাইন ঃ
মোঃ শরিফুল ইসলাম

মুদ্রণে ঃ কালার প্লাস কম্পিউটার এন্ড অফসেট প্রেস

হাদিয়া ঃ ২০.০০ টাকা

ঈমান পাওয়ার ঠিকানা

নারা'য়ে তাকবীর
নারা'য়ে রিসালাত
নারা'য়ে গাউছিয়া

আল্লাহ আকবার
ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ)
ইয়া গাউছুল আজম দস্তগীর

রেজভীয়া দরবার শরীফ নেত্রকোনা

জানা ফরজ

রাসূলে পাক (ﷺ) এরশাদ করেন
আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে
একদল জান্নাতী ৭২ দল জাহান্নামী। আল-হাদীস

কোরআন ও হাদীস শরীফের মতে বেহেস্তী দলের ঈমানী আক্বীদা

ঈমানী আক্বীদা
আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন না।
মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহ) পরহে ফেকাহে আকবর

ঈমানী আক্বীদা
নবী (ﷺ) শেষ নবী, তাঁহারপর কোন নতুন নবীর জন্ম হবে না।
আল-কোরআন

ঈমানী আক্বীদা
নবী (ﷺ) সৃষ্টিকুলের সবচেয়ে বড় মহাজ্ঞানী।
আল-কোরআন

ঈমানী আক্বীদা
নবী (ﷺ) সমগ্র সৃষ্টিকুলের ওস্তাদ।
আল-হাদীস

ঈমানী আক্বীদা
নবী (ﷺ) আল্লাহর নূর, তাঁকে মানুষ বলা হারাম।
কোরআন ও ফতুয়ায়ে শামী ১০ম খন্ড

ঈমানী আক্বীদা
নবী (ﷺ) সকলের কল্যাণে দুনিয়ায় আগমন করেছেন।
আল-কোরআন

ঈমানী আক্বীদা
ঈদে মিলাদুন্নবী (ﷺ) মাহফিল করা ও মিলাদ শরীফে কেয়াম করা ঈমানদারের কাজ।
কোরআন, হাদীস, ইজমা

ঈমানী আক্বীদা
নবী (ﷺ) এঁর এলমে গায়েবের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
আল-কোরআন

ঈমানী আক্বীদা
আল্লাহর পর সর্বময় মর্যাদার অধিকারী আমাদের নূর নবী (ﷺ)।
আল-কোরআন

ঈমানী আক্বীদা
ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ) শ্লোগান দেওয়া সুন্নাতে সাহাবা।
মুসলিম শরীফ

ঈমানী আক্বীদা
নামাজে আত্তাহিয়্যাত পড়ার সময় আস্সালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবীউ বলতে, নবীজি-কে ধ্যান-খেয়াল করা এবং হাজির-নাজির জানা ও মানা ওয়াজিব।
ফতোয়ায়ে শামী

কোরআন ও হাদীস শরীফের বিপরীতে ৭২ দলীয় কুফুরী আক্বীদা

কুফুরী আক্বীদা
আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন।
খলীল ও রশীদ গাংগুহী দেওবন্দী (বারাহীনে কাতেআহ)

কুফুরী আক্বীদা
নবীকে শেষ নবী মান্য করা মূর্খতা, নবীর পরেও নতুন নবী জন্ম গ্রহণ করতে পারে
খারেজী নেতা কাসেম নানুতবী (তাহ্যিরুন্নাস)

কুফুরী আক্বীদা
নবীর এলেমের চেয়ে শয়তানের এলেম বেশী।
খলীল ও রশীদ গাংগুহী দেওবন্দী (বারাহীনে কাতেআহ)

কুফুরী আক্বীদা
নবী দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে উর্দু ভাষা শিখেছেন।
ওহাবী গুরু খলীল ও রশীদ গাংগুহী দেওবন্দী (বারাহীনে কাতেআহ)

কুফুরী আক্বীদা
নবী আমাদের মত মাটির মানুষ।
জামাত নেতা গোলাম আজম (সিরাতুন্নবী সংকলন)

কুফুরী আক্বীদা
নবী অপরের কল্যাণ তো দূরের কথা নিজের কল্যাণ ও করতে পারে না।
জামাত নেতা মৌদুদী (লন্ডনের ভাষন)

কুফুরী আক্বীদা
মিলাদুন্নবী মাহফিল করা হিন্দুদের কৃষ্ণলীলার চাইতেও নিকৃষ্ট।
তাবলীগিদের গুরু খলীল ও রশীদ গাংগুহী দেওবন্দী (বারাহীনে কাতেআহ)

কুফুরী আক্বীদা
নবীর এলমে গায়েব এর বৈশিষ্ট্য নাই।
ওহাবীদের ইমাম আশরাফ আলী থানবী (হেফজুল ঈমান)

কুফুরী আক্বীদা
নবীর মর্যাদা বড় ভাইয়ের চেয়ে বেশী নয়।
তাবলীগি খারেজী নেতা ইসমাইল (তাকবিয়াতুল ঈমান)

কুফুরী আক্বীদা
ইয়া রাসুলাল্লাহ শ্লোগান দেয়া ইংরেজ প্রীতি।
তাবলীগি খারেজী নেতা ওলীপুরী (সুন্নী নামের অন্তরালে)

কুফুরী আক্বীদা
নামাজে নবীজির ধ্যান-খেয়ালে মগ্ন হওয়া, গরু-গাধার ধ্যানে ডুবে থাকার চাইতেও নিকৃষ্ট।
তরীকায়ে আওর মোহাম্মদিয়ার প্রবর্তক সৈয়দ আহ্মদ রায় বেরেলুভী (সিরাতুল মুস্তাকিম)

বিঃ দ্রঃ ইসলাম ধর্মের স্তম্ভ বা বেনা ৫টি, যা নবী (ﷺ) উম্মতের জন্য নির্ধারণ করেছেন। ৫টি থেকে কম বেশী করা কুফরী। তাবলীগি ইলিয়াসি ধর্মের উসূল বা বেনা ৬টি, যা ইলিয়াসের স্বপ্নে প্রাপ্ত। ইসলামের পঞ্চ বেনা থেকে ২টি নিয়ে, নিজের মনগড়া ৪টি যুক্ত করেছে, যা কুফরী। বায়াতে রাসূল (ﷺ) গ্রহণ করা সুন্নাত। তরিকায়ে আওর মোহাম্মদীয়া ও বায়াতে শেখ গ্রহণ করা হারাম

সংশোধনী প্রথম প্রকাশে মুদ্রণগত ও সন্নিবেশনে যে ভুল সমূহ পরিলক্ষিত হয়েছে ২য় সংস্করণে তা সংশোধন করে প্রকাশ করা হলো। প্রথম প্রকাশে কুফুরী আক্বীদার কলামের নিচের লাইনের শেষের হারাম লেখাটি কেটে দিবেন অথবা দ্বিতীয় সংস্করণে বিঃদ্রঃ এর ন্যায় বুঝে নিবেন।

রেজভীয়া প্রকাশনা পরিষদের পক্ষে, মুফতী ইয়াকুব আলী রেজভী, নুরুল আমীন রেজভী, গজরুল ইসলাম রেজভী, নুরপুর সদর, কুমিল্লা।